দৈনিক বাংলা

16

তারিখ 20 AUG 1987
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১

৩রা ভাদ্র ১৩৯৪

দলীয় ছাত্র সংগঠন না গড়ার আহবান

জাতীয় ছাত্রসমাজ ও ছাত্র পরিষদ বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে

(স্টাফ রিপোর্টার)

শিক্ষাঙ্গনকে অস্ত্র ও হিংসামুক্ত করতে প্রেসিডেন্ট এরশাদ দলীয় ছাত্র সংগঠন গড়ার নীতি পরিহার করার জন্যে সকল রাজনৈতিক দলের প্রতি আহবান জানিয়েছেন। এই আহবানের প্রতি তাঁর বিশ্বাস প্রকাশের উদাহরণ হিসাবে তিনি তাঁর দলের সঙ্গে যুক্ত সংগঠন জাতীয় ছাত্র সমাজের অস্তিত্ব বিলুপ্ত ঘোষণা করেছেন। একই সঙ্গে প্রেসিডেন্ট জাতীয় ছাত্র পরিষদও বিলোপ করেন।

গত সন্ধ্যায় জাতির প্রতি দেয়া রেডিও-টিভি ভাষণে প্রেসিডেন্ট এদেশের ছাত্রসমাজের গৌরবময় অতীত, ৫২, ৬৯ ও ৭১ সালের ভূমিকা এবং স্বাধীনতা পরবর্তীকালের অস্থিরতা, সন্ত্রাস, হত্যা, সেশন জট ইত্যাদির বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে বলেন যে, রাজনীতি করার সাংবিধানিক অধিকার যুব সমাজের রয়েছে। কিন্তু রাজনীতি সচেতনতা ও দলীয় লেজুড়বৃত্তি কখনোই সমার্থক হতে পারে না। তিনি দলীয় রাজনীতিকে শিক্ষাঙ্গনের বর্তমান পরিস্থিতির জন্যে দায়ী করেন। এই দলীয় রাজনীতির অন্ধগলি থেকে ছাত্রদের মুক্তি দেয়ার জন্যে তিনি সকলের প্রতি আহবান জানান। তিনি আরো

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

দৈনিক বাংলা

তারিখ 20 AUG 1987
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৭

৩রা ভাদ্র ১৩৯৪

বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে

(১-এর পৃঃ পর)

বলেন, আমাদের অনেক ক্ষতি হয়েছে—জাতি অনেক পিছিয়ে পড়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের অবক্ষয় দুর্ভাগ্যজনক আকার ধারণ করেছে। অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ আজ বাংলাদেশের ছাত্রসমাজের।

ছাত্রদের আগামী দিনের যোগ্য নাগরিকে পরিণত হওয়ার পথে 'এক বিষাক্ত বৃত্ত তাদের গ্রাস করেছে' মন্তব্য করে প্রেসিডেন্ট বলেন, ছাত্র আন্দোলনের নামে ছাত্ররা এক বিকৃতির হাতে জিম্মী হয়ে পড়েছে। সংকীর্ণ দলাদলি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বহির্ভূত রাজনৈতিক স্বার্থান্ধতা, অস্ত্রের ব্যাপক ব্যবহার ছাত্র আন্দোলনকে অতীতের গৌরবোজ্জ্বল আসন থেকে বিচ্যুত করেছে। বোমাবাজি, গোলাগুলি, খুন এখন বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিত্য দিনের ঘটনা। দেশে যতগুলি রাজনৈতিক দল, বিশ্ববিদ্যালয়েও ততগুলি ছাত্র সংগঠন। সিট দখল, হল দখল, মঞ্চ দখল, অস্ত্রের জোরে প্রতিপক্ষকে নির্মূল করা এখন ছাত্র সংগঠনগুলির প্রধান কার্যক্রমে পরিণত হয়েছে। শিক্ষার পরিবেশ সম্পূর্ণরূপে ভেঙে পড়েছে।

বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গনে পরিস্থিতির ভয়াবহ অবনতির চিত্র তুলে ধরতে গিয়ে প্রেসিডেন্ট বলেন, ৭২-এর ১লা জানুয়ারী থেকে ৮৭-এর ৩০শে জুন পর্যন্ত সময়ে ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে ৩১৮টি সংঘর্ষ ঘটেছে। এতে অন্তত ১১৬ জন ছাত্র ও ৬ জন নিরীহ পথচারী প্রাণ হারিয়েছে। এবং আহত হয়েছে ৩৫৮১ জন ছাত্র। শহীদ মিনার দখল দাঙ্গায় বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক চিরতরে পঙ্গু হয়ে গেছেন। একই সময়ে ছাত্র সংগঠনের মধ্যে বিরোধের ফলে ১১টি ছাত্রাবাস, ১২টি বাড়ি ও দোকান ভস্মীভূত হয়েছে। ছাত্রাবাসের ২১১টি কক্ষ পুড়িয়ে ছাই করা হয়েছে এবং ১৪২টি বাস, মিনিবাসসহ বিভিন্ন যানবাহন জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে। ৭৭৮টি কক্ষে বইপত্র, জামাকাপড় লুট করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর, রেজিস্ট্রার ও শিক্ষকদের বাসা ও কার্যালয়ে আগুন দেয়ার ঘটনা ঘটেছে ৯ বার। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে গত বছরের শেষার্ধে ১৫০ দিনের মধ্যে ১২০ দিনই ক্লাস হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করে বের হতে চার থেকে ছয় বছর বাড়তি সময় লেগে যাচ্ছে।

প্রেসিডেন্ট বলেন, সংখ্যাগরিষ্ঠ ছাত্র অস্ত্রবাজির সঙ্গে জড়িত নয়। অস্ত্রভিত্তিক রাজনীতির মুখে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষকরা নিরাপত্তাহীন। বিশ্ববিদ্যালয়ে পদোন্নতির পেছনেও অস্ত্রবাজি কাজ করছে। অস্ত্রবাজির ফলে শিক্ষাঙ্গনে জীবনের নিরাপত্তা বিঘ্নিত।

গত ২৪শে জানুয়ারী জাতীয় সংসদে তার উক্তির পুনরুল্লেখ করে প্রেসিডেন্ট বলেন যে সমগ্র জাতির বিবেকের কাছে তিনি আবার সেই প্রশ্নই তুলতে চান।

জাতীয় সংসদে গত ফেব্রুয়ারী মাসে বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অস্ত্র ও সন্ত্রাসমুক্ত করার লক্ষ্যে গৃহীত সর্বসম্মত প্রস্তাবের উল্লেখ করে প্রেসিডেন্ট বলেন যে এতে দলমতনির্বিশেষে এদেশের সকল মানুষের আকাঙ্ক্ষাই প্রতিফলিত হয়েছিল। কিন্তু দলীয় রাজনৈতিক স্বার্থে ছাত্রসমাজকে ব্যবহার ও শিক্ষাঙ্গনে দলীয় প্রাধান্য বিস্তারের কূটকৌশলের অস্তিত্ব যতদিন থাকবে, ততদিন সমগ্র জনগণের এই আকাঙ্ক্ষা পূরণ হতে পারে না। তিনি এই রূঢ় বাস্তবতাকে স্বীকার করে নিতে দলগুলোর প্রতি আহবান জানিয়ে বলেন, অস্ত্রমুক্তির সিদ্ধান্তের প্রতি সৎ হলে ছাত্রসমাজকে দলীয় রাজনীতির ঊর্ধ্বে রাখতেই হবে।

প্রেসিডেন্ট দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, আমি রাজনীতি বিরোধী নই। কারণ, আমি গণতান্ত্রিক সমাজে বিশ্বাসী। বহুমতের অস্তিত্বই একটি সমাজকে গণতান্ত্রিক রূপদান করে। আমাদের যুবসমাজ কখনোই রাজনীতি সচেতন হবে না, একথা আমি কখনোই বলি না। ১৮ বছর বয়স্ক সকলের ভোটাধিকার রয়েছে। সুতরাং রাজনীতি করা তাদের সাংবিধানিক অধিকারের আওতায় পড়ে। কিন্তু তাই বলে হিংসাত্মক এই ছাত্র আন্দোলনকে স্বীকার করে নিলে শিক্ষার ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে থাকবে।

অতীতের ছাত্র আন্দোলন প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্ট বলেন যে ৫২, ৬৯ ও ৭১-এ ছাত্রসমাজের ভূমিকা ছিল জাতীয় চরিত্রের—দলীয় নয়। জাতীয় চরিত্রের ছিল বলেই এ সংগ্রামগুলি মহৎ বিজয় অর্জন করতে পেরেছিল। তিনি বলেন, ইতিহাস এও সাক্ষ্য দেয় যে ছাত্রসমাজকে যখনই খন্ডিত ও দলীয় সংকীর্ণ স্বার্থে ব্যবহার করা হয়েছে, তখনই বিজয় নয়, বিপর্যয় এসেছে। প্রেসিডেন্ট দেশের শিক্ষক সমাজকে জাতির ভবিষ্যৎ কর্ণধার ছাত্রদেরকে দলীয় দৃষ্টিভঙ্গী থেকে নয়, জাতীয় আদর্শে দীক্ষিত করার জন্যেও আহবান জানিয়ে বলেন, আপনাদের প্রজ্ঞা ছাত্রদের হৃদয়কে সকল সংকীর্ণতা ও মলিনতা থেকে মুক্ত করুক।